সংবাদ

তারিখ 12 AUG 2008

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে স্থায়ী নিয়োগ দাবি শিক্ষক সমিতির

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা এবং শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করতে উপাচার্য পদে স্থায়ী নিয়োগ দানের দাবি জানিয়েছে। বর্তমান ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভেতর থেকেই দ্রুত উপাচার্য পদে স্থায়ী নিয়োগ দান চূড়ান্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতির আহ্বান জানানো হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এআরএম মোস্তাফিজার রহমান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এতদাঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২০ বছরে শিক্ষা সাফল্য ও সুনাম দেশে-বিদেশে উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুললেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশানুরূপ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি এবং একাডেমিক সম্প্রসারণ ও গবেষণার তেমন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। বিগত সময়ে আরও একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়, ভাইস চ্যান্সেলররা অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসায়। নিয়োগ পেয়ে তারা 'সাময়িক' একটি সময়ের জন্য এখানে দায়িত্বপালন করেছেন। এখানে কাজ করতে তাদের প্রথমে বুঝে উঠতে এবং সবাইকে চিনতে সময় লেগেছে অনেক। এ অবস্থায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত দাবি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর থেকেই ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের যাতে করে তিনি এখানকার সব বিষয় অবহিত থাকায় সেমত ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে নিতে পারেন। ২০০৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সে আশা পূরণ হয়। রাষ্ট্রপতি/চ্যান্সেলর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক প্রথিতযশা গবেষক প্রফেসর ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহকে অস্থায়ীভাবে ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক এবং জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, ছাত্রবিষয়ক পরিচালক, প্রভোস্টসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সব বডিতে তার কাজের অভিজ্ঞতা এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সাফল্য থাকার সুবাদে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবির অবস্থা থেকে অল্পদিনের মধ্যে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে চলতি উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুততার সঙ্গে বাস্তবায়নের পাশাপাশি ১৪৫ কোটি টাকার নতুন বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেন। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের সারপত্র নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পেশ করা হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে এ বিষয়ে সম্প্রতি এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন থেকে নতুন এ প্রকল্পে কমপক্ষে ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যাবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।